



উত্তর মোজাম্বিকে দুটি নতুন অভিযানে দুই অফিসারসহ ৯ মোজাম্বিক সেনা নিহত ও দুটি ভারী সাজোয়া যান ধ্বংস।

সংখ্যা ৪০৫

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক
প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিম আফ্রিকায়
চালানো বিভিন্ন অভিযানে
নাইজেরিয়ান সেনাবাহি-
নীর ১১ ও ক্যামেরুন
সেনাবাহিনীর ৮ সদস্য
আহত এবং নিহত

৭

মধ্য আফ্রিকায় লাগাতার
অভিযানে ২০ খৃষ্টান নিহত
ও তাদের মালিকানাধীন
সম্পত্তি জালিয়ে দেয়া হলো

৮

খোরাসানে দুটি অভি-
যানে এক গোয়েন্দা
আহত ও তালেবান
এর ৫ সদস্য হতাহত

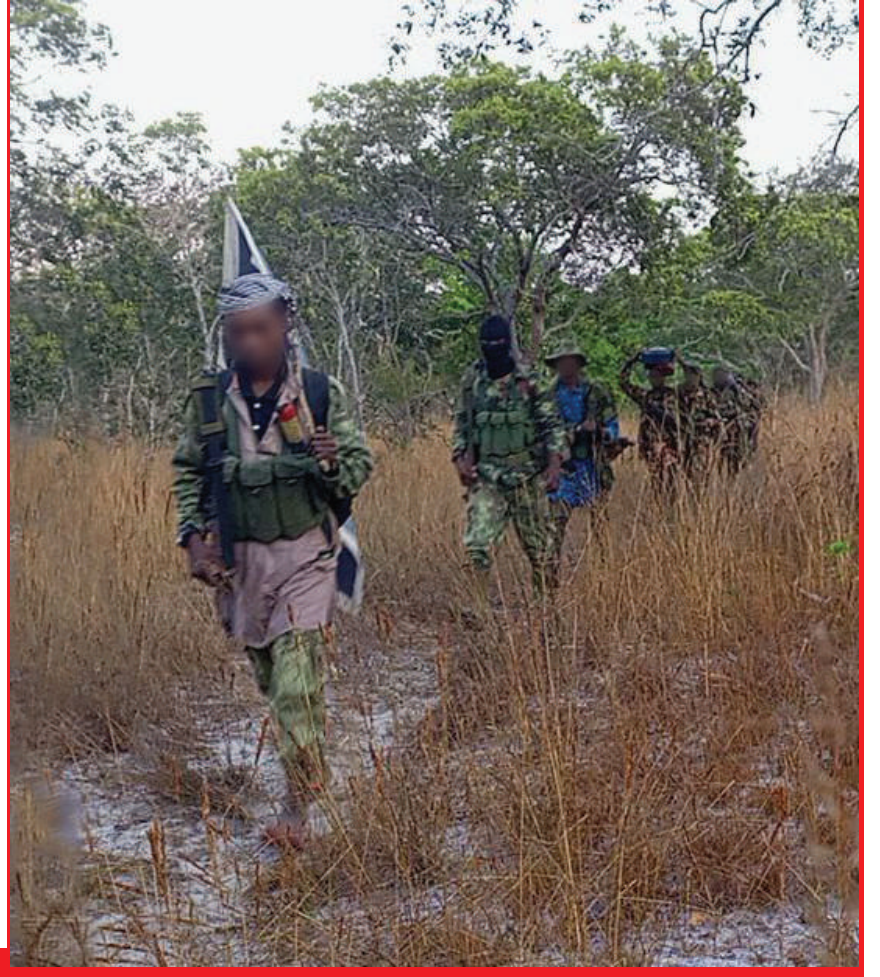
৮

কিরকুকে দুটি পৃথক অভিয-
ানে রাফিজী সেনাবাহিনীর
চারজন আহত ও তাদের
এক গুপ্তচরের বাড়ি
জ্বালিয়ে দেয়া হলো

৯

মাকুমিয়া অঞ্চলে মোজাম্বিক
সেনাবাহিনী দাওলাতুল
ইসলামের আর্মিদের হাতে নতুন
করে চড় খেল। এই সপ্তাহে
মুজাহিদদের ব্যতিক্রমধর্মী
এ্যম্বুশে দুই অফিসার সহ তাদের
অন্তত নয় জন সেনা নিহত হয়েছে
। এ সময় তাদের একটি ভারী
সাজোয়া যান জ্বালিয়ে দেয়া হয়।
এদিকে বিস্ফোরক ডিভাইসের
বিস্ফোরণে আরও একটি
সাজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এসময় যানের ভিতরে থাকা
সেনারা আহত এবং নিহত হয়।
মাইন বিস্ফোরণের এই ঘটনা
"মোসিস্বা দা বাড়ায়া" এলাকায়
ঘটেছে। মোজাম্বিক সরকার যে
এলাকার ব্যাপারে বারবার দাবি
করে থাকে যে, কয়েক বছরের
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর সেখান থেকে
তারা মুজাহিদদেরকে পুরোপুরি
হটিয়ে দিয়েছে।.....

৪



প্রবন্ধ

সীসাঢালা প্রাচীরের খুঁটিসমূহ

১০

সম্পাদকীয়

মুজাহিদদের সাথে আল্লাহর সাহায্য

৩

এ্যম্বুসে পড়ে নাইজার সেনাবাহিনীর ৭
জন আর্মি নিহত, মালির নতুন নতুন অঞ্চলে
হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি বিস্তৃতির
কথা জানালো একটি সূত্র

খেলাফত আর্মির উইলায়াত
সাহেল বিভাগ নাইজার
সেনাবাহিনীর ৮ সেনা কে হত্যা
এবং অপর দুজনকে আহত
করেছেন। এ সময় তারা দুটি গাড়ি

জ্বালিয়ে দেন ও তৃতীয় আরেকটি
গাড়ি গনিমাহ লাভ করেন।
এদিকে একটি সূত্রের দেয়া তথ্য
মতে জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর
অফিসে চাকরি করা এক সদস্য ও

"ঘাটায়া" মিলিশিয়ার এক
সদস্যকে খিলাফাহর আর্মিরা হত্যা
করেছেন। পাশাপাশি সূত্রটি এই
উইলায়াতের বেশ কিছু বিষয়ে
খোলাখুলি কথা বলেছে। এর
মাঝে আছে হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের
কর্মপরিধির বিস্তৃতি, দাওয়াতি
কর্মযুক্ত, যে সকল সাধারণ
মুসলিম দাওলাহর নিয়ন্ত্রণাধীন
এলাকায় আসতে চায় তাদের
ওপর আল কায়দার হুমকি

বিস্তারিত পৃষ্ঠা-৬



এই পত্রিকাটি আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত এবং হাদিস সম্বলিত, অনুপযুক্ত স্থানে না রাখা বাধ্যনীয়

সামরিক পরিসংখ্যান

দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের হামলার ফলাফল
এক সপ্তাহে (১৪৪৫ হিজরীর ১ থেকে ৭ সফর পর্যন্ত)



উলিয়াত ভিত্তিক হতাহতের সংখ্যা

উইলায়াত মধ্য আফ্রিকা	২৩
উইলায়াত সাহেল	২০
উইলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা	১৯
উইলায়াত মোজাম্বিক	১৪
উইলায়াত ইরাক	৮
উইলায়াত খোরসান	৬
উইলায়াত শাম	৩

উইলায়াত শামে বিভিন্ন
অঞ্চলে হামলার বিবরণ

১

বারকাহ

উলিয়াত ভিত্তিক হামলার সংখ্যা

উইলায়াত সাহেল	৪
উলিয়াত ইরাক	৪
উইলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা	৩
উইলায়াত মধ্য আফ্রিকা	২
উইলায়াত মোজাম্বিক	২
উইলায়াত খোরসান	২
উইলায়াত শাম	১

উইলায়াত ইরাকে বিভিন্ন
অঞ্চলে হামলার বিবরণ

২

কিরকুক

২

সালাহ
উদ্দিন



মুজাহিদদের সাথে আল্লাহর সাহায্য

যখনই দাওলাতুল ইসলামের সামনে নতুন কোনো সমস্যা উপস্থিত হয়, অথবা কোন নতুন পরিস্থিতিতে দাওলাহ পতিত হয়, তখনই আপনি দেখবেন দাওলাহ পূর্ণ হিকমাত এবং সরলতার সাথে তার মোকাবেলা করে। যদিও দর্শকের কাছে অনেক সময় গৃহীত পদক্ষেপটি অনেক জটিল মনে হয়। শত্রু এবং প্রতিপক্ষ তো বটেই, অনুসারী এবং মুহিব্বিনরাও বিষয়টি কে কঠিন মনে করে। অনেক সময় মনে হয়, যদি এমনটি না করে এমনটি করত তাহলে বেশি ভালো হতো। কখনো কখনো গৃহীত পদক্ষেপগুলো মানুষের অন্তরে গুরুত্ব খুবই কঠিন মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় যে, যা ঘটেছে সঠিক সময়েই ঘটেছে এবং ঘটনার কারণে আল্লাহরই প্রশংসা। এবং যে পদক্ষেপ নেয়নি দাওলাহ, সেটি না নেওয়ার উপরও আল্লাহরই প্রশংসা। আসলে আগে এবং পরে সর্বাবস্থায় সকল বিষয় আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

যদি কোন ব্যক্তি দাওলাতুল ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে, ইরাকে দাওলাতুল ইসলামের জন্ম, বেড়ে ওঠা, তারপর সেখানকার দল এবং গ্রুপগুলোর সাথে এর বিরোধ, তারপর শামে এর ছড়িয়ে পড়া, খেলাফত ঘোষণা, বিভিন্ন দল ও জাহিলি পতাকা সমূহের ব্যাপারে এর সিদ্ধান্ত ও তাদের সাথে যুদ্ধ, তারপর কিছু কিছু পয়েন্ট থেকে সরে এসে অন্য কিছু বিষয়ের উপর জোরদান, সর্বোপরি দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধ, এর বক্তব্য এবং কর্মসমূহ যে পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে ছিল। সে দেখতে পাবে দাওলাহর অতিক্রম করা প্রত্যেকটি মারহালায় আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের সঙ্গী ছিল। তার একিন হয়ে যাবে যে, এই মুমিন দলটির সকল বিষয়ের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। যদি এই দল তার নেতাদের পরিচালনা ও সৈন্যদের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হতো, তাহলে যে সকল কঠিন অবস্থা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন তারা হয়েছে তাতে কবেই তারা বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু সব সময় আল্লাহর তাওফীক তাদের সবচেয়ে নিকটে ছিল। তার সাহায্য ও হেফাজত সর্বদা এই বান্দাদের সাথেই ছিল।

যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন এর উপকরণগুলোকে সহজ করে

দেন। দাওলাতুল ইসলামেরও আজকের এই অবস্থায় পৌঁছার জন্য বেশ কিছু উপকরণের অবদান রয়েছে। এই উপকরণগুলো আল্লাহর পরে দাওলাহকে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। প্রথম উপকরণ: কিতাব এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, মানহাজুন নবুওয়াতের পথে পরিচালিত হওয়া এবং ছোট বড় সকল বিষয়ে এই মানহাজকে বাস্তবায়ন করা। এটাই হলো চলার পথের বাতি। তাই দাওলাহ আল্লাহর কিতাব এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরেছে। মারির দাঁত দিয়ে কোন পরিবর্তন আর দুর্বলতা ছাড়াই একে কামড়ে ধরেছে। তাইতো আমরা দেখতে পাই শরিয়ার কত বিধানকে তারা রক্ষা করলো! কত সুন্নাহকে তারা নতুন করে জীবিত করলো! এভাবেই নিজ কর্ম দ্বারা দাওলাহ দ্বীনতে নবায়ন করলো ও কুফযার ও মুরতাদদের হিংস্র থাবা থেকে একে রক্ষা করলো। আর এটাই হলো দ্বিতীয় উপকরণ: জিহাদ। এই উপকরণেই রয়েছে হেদায়েতের নিশ্চয়তা ও ইহসানের প্রতিফলন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যারা আমার রাস্তায় যুদ্ধ করে অবশ্যই আমি তাদেরকে হেদায়েত দিবো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছে।" ইবনু আবি হাতেম রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: যারা জানা বিষয়ের উপর আমল করে আল্লাহ তাদেরকে অজানা ইলম দান করেন। যখন দাওলাতুল ইসলামের প্রতিপক্ষ বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে আপস মীমাংসা আর যুদ্ধ বিরতির পথ বেছে নিয়েছে, ঠিক তখন দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর পথে শক্তি এবং জবানের দ্বারা সর্বোত্তম উপায়ে জিহাদ করেছে। প্রতিপক্ষ যখন প্রত্যেক দুনিয়াবি ফলাফল আর আউটপুট এর কাছেই নতি স্বীকার করতে ব্যস্ত, দাওলাহ তখন কোন নিন্দুক বা ভৎসনাকারীর পরোয়া করেনি। আর এটাই হল তৃতীয় উপকরণ: সুতরাং দাওলাহ আল্লাহর রাস্তায় কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না। বস্তুত এটি আল্লাহর বান্দাদের উপর তার অনুগ্রহ। আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর আর মুমিনদের ব্যাপারে নরম। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না। মূলত এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান

করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী"। তাই যে কেউ যখনই এই মোবারক পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনই নিন্দুকেরা তার ব্যাপারে সরব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কটুবাক্য শুনতে পাবে"। এজন্যই দাওলাতুল ইসলাম কথিত ওলামা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোন নিন্দা বা ভৎসনারই পরোয়া করে না। মুজাহিদদের পার করে আসা এই কষ্টসাধ্য রাস্তায় পাথের গ্রহণের কোন বিকল্প ছিলো না। আর এই রাস্তার পাথের হল: সবার। শুধু এই রাস্তায় না বরং প্রত্যেক মারহালাতেই সবার হলো পাথের। এটাই হল চতুর্থ উপকরণ: এর সাথে রয়েছে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ইয়াকিন এবং তাড়াহুড়া না করা। এ সবকিছুই আল্লাহর উপর উত্তম তাওয়াক্কুলের কারণে পয়দা হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি একটির সাথে আপরটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একটি দ্বারা অপরটি শক্তিশালী হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুসা আঃ এর তার জাতিকে বলা বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: "তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এর মালিক বানান। আর উত্তম শেষ পরিণতি মুত্তাকিদদেরই"। এটি এমন এক অবস্থান, অন্তরে বসে যাওয়া মজবুত ঈমান ছাড়া যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সকল কর্মে আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটে। আর এটিই হল পঞ্চম উপকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার রাস্তা খুলে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করেনা"।

আমরা দাওলাতুল ইসলামকে এমন তাকওয়াবানই মনে করি। আর তাদেরকে এরই উপদেশ দেই। কারণ তাকওয়াই হলো মুসলমানের মূলধন বরং তার সকল সম্পদ। মুমিনরা যখন বিভিন্ন দলকে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হতে দেখে তখন এই

তাকওয়াই তার অন্তরকে সান্তনা দেয়। লোকেরা যখন একত্রিত হয় তখন এটিই ঈমানকে প্রজ্জ্বলিত করে। এটিই বলতে শিখায় যে, আল্লাহ ই আমাদের জন্য যথেষ্ট! কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক তিনি!

সকল মানুষ শুনে রাখুন! আমরা যখনই কোরআন এবং সুন্নাহে দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাই যে এখানে মুমিন, কাফের, মুনাফিক, ভালো, খারাপ, হকের ব্যাপারে চূপ থাকা ব্যক্তি, সবার ব্যাপারেই বিস্তারিত বলা আছে। কার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, নতুন নতুন সমস্যা, অদ্ভুত পরিস্থিতি, বিভিন্ন গোত্র এবং এখতেলাফের কি সমাধান হবে, সবই সেখানে আছে। প্রত্যেক নতুন শতাব্দীতে উত্থাপিত সকল সমস্যার সমাধানে নিশ্চিতভাবেই কোন সরাসরি নস, শাখা মাসাআলা, সাহাবীদের বর্ণিত কোন বক্তব্য, অথবা কোন সালাফ ইমামের ফতোয়া অবশ্যই আমরা পেয়ে যাবো। তাই আমরা তাদের দেখানো পথেই চলি আর আল্লাহই আমাদের সহায়ক। সুতরাং হে দান্ত দলসমূহ! তোমরা যত খুশি নতুন নতুন সমস্যা তৈরি কর। যত খুশি নতুন নামকরণ দেয়ার চেষ্টা করো। যেভাবে খুশি পথের থেকে সরে গিয়ে বিদ্রোহ করে যাও। এভাবে গুনাহের পর গুনাহ কামাই করতে থাকো। তোমাদের চক্রান্ত আর বড় বড় কুট বুদ্বুদ্ধি কোনই কাজে আসবে না। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সকল বিষয়ে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

আর আপনারা হে খিলাফাহর সেনারা! আপনারা আপনার প্রতিপালকের কিতাব এবং আপনার নবীজির সুন্নাহ থেকে জেনেছেন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বিজয়ের ওয়াদা করেছেন এই শর্তে যে তারা তার দ্বীনের সাহায্য করবে। যেমন তিনি বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন"। যেমন কাজ প্রতিদান তো তেমনই মিলে। আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আল্লাহর সাহায্য কেমন হয়ে থাকে। কারণ আপনারা আল্লাহর সাহায্য, তার দ্বীন এবং শরীয়তের সাহায্যে লম্বা পথ অতিক্রম করেছেন। সুতরাং এই পথের উপর অবিচল থাকুন। অবশ্যই আল্লাহ আপনারদেরকে সাহায্য করবেন, বিজয়ী করবেন এবং দৃঢ়পদ রাখবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তার ওয়াদার খেলাফ করেন না।

উত্তর মোজাম্বিকে দুটি নতুন অভিযানে দুই অফিসারসহ ৯ মোজাম্বিক সেনা নিহত ও দুটি ভারী সাজোয়া যান ধ্বংস।



মাকুমিয়া অঞ্চলে খ্রিস্টান মোজাম্বিক সেনাবাহিনীর টহল দলে হামলা চালিয়ে গনিমাহ লাভ করা অস্ত্রসমূহ

উইলায়াত মোজাম্বিক

মাকুমিয়া অঞ্চলে মোজাম্বিক সেনাবাহিনী দাওলাতুল ইসলামের আর্মিদের হাতে নতুন করে চড় খেল। এই সপ্তাহে মুজাহিদদের ব্যতিক্রমধর্মী এ্যাম্বুশে দুই অফিসার সহ তাদের অন্তত নয় জন সেনা নিহত হয়েছে। এ সময় তাদের একটি ভারী সাজোয়া যান জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এদিকে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণে আরও একটি সাজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসময় যানের ভিতরে থাকা সেনারা আহত এবং নিহত হয়। মাইন বিস্ফোরণের এই ঘটনা "মোসিস্বা দা বাড়ায়া" এলাকায় ঘটেছে। মোজাম্বিক সরকার যে এলাকার ব্যাপারে বারবার দাবি করে থাকে যে, কয়েক বছরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর সেখান থেকে তারা মুজাহিদদেরকে পুরোপুরি হটিয়ে দিয়েছে।

মাকুমিয়ায় ব্যতিক্রমধর্মী এ্যাম্বুসে মোজাম্বিক সেনাবাহিনীর ৯ জন নিহত

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ৬ সফর মঙ্গলবার খিলাফাহর আর্মিরা ক্রুসেডার মোজাম্বিক সেনাবাহিনীর একটি টহল দল লক্ষ্য করে এ্যাম্বুশ ফিট করেন। টহল দলটিতে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সামরিক যান ছিল। কাবো দিল গাদোর

মাকুমিয়া অঞ্চলে "কুবার" টু "কিং রাজ" রোডের উপর বহুটিরতে আক্রমণ করা হয়। এ সময় ভারী এবং হালকা মেশিনগান দিয়ে বহুটির উপর গুলি ছোড়া হয় ও বেশ কয়েকটি রকেট লাঞ্চার ছোড়া হয়। এতে তাদের দুই অফিসার ও ৭ জন সেনা নিহত হয় ও একটি সাজোয়া যান ধ্বংস হয়। নিহত অফিসারদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ জেনারেল রয়েছে। এ সময় বাকি গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আহত সেনাদেরকে নিয়ে দ্রুত পলায়ন করে। ঘটনাস্থল থেকে মুজাহিদরা বেশ কয়েকটি এসএমজি ও এলএমজি গনিমাহ লাভ করেন। পরে তারা সাজোয়া যানটি জ্বালিয়ে দিয়ে

নিরাপদে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সেনাবাহিনীর বিবৃতি: কেউ সামান্য আহতও হয়নি!

আক্রমণের পর মোজাম্বিকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে এ্যাম্বুসের কথা স্বীকার করলেও মিথ্যা বিবৃতিতে তারা জানায় যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনা বহনকারী সাজোয়া যান থেকে সেনারা নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি এমনকি তাদের গণমাধ্যমও বিশ্বাস করেনি। এদিকে নাবার কাছে এমন বেশ কিছু ছবি এসেছে যেখানে নিহত

সেনাদের পরিচয় পত্র দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও নিহত সেনাদের কাছ থেকে লাভ করা গনিমাহ এর ছবি ও নাবার হাতে এসেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর। উল্লেখ্য যে মাকুমিয়া অঞ্চলে মোজাম্বিক সেনাবাহিনী আফ্রিকী ইউনিয়নের সহায়তায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিরাট অপারেশন পরিচালনা করছে। কিন্তু উক্ত অঞ্চলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা টানা পরাজয়ে মোজাম্বিক সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়েছে। যখন তাদের সেই সামরিক অভিযানের কোন একটি লক্ষ্যও তারা পূরণ করতে পারেনি। বরং তাদের এই অভিযান মুজাহিদদের জন্য তাদের উপর একের পর এক অতর্কিত আক্রমণ করে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে মুজাহিদরা ভিডিও এবং অডিওর মাধ্যমে তাদের এই আক্রমণকে ছড়িয়ে দিয়ে মোজাম্বিক সেনাবাহিনীর মিথ্যাচারকে সবার সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

"মোসিস্বা দা বাড়ায়া"য় বিস্ফোরণে সামরিক যান ক্ষতিগ্রস্ত

অন্য একটি অভিযানে ২৯ মুহাররম বুধবার কারু দিল গাদোর "মোসিস্বা দা বাড়ায়া" অঞ্চলে "মোবাও" টু "লিমারা" রোডে খিলাফাহর সেনারা ক্রুসেডার মোজাম্বিক আর্মির একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে গাড়িটি বিধ্বস্ত হয় ও এর ভিতরে থাকা সকল সেনা আহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

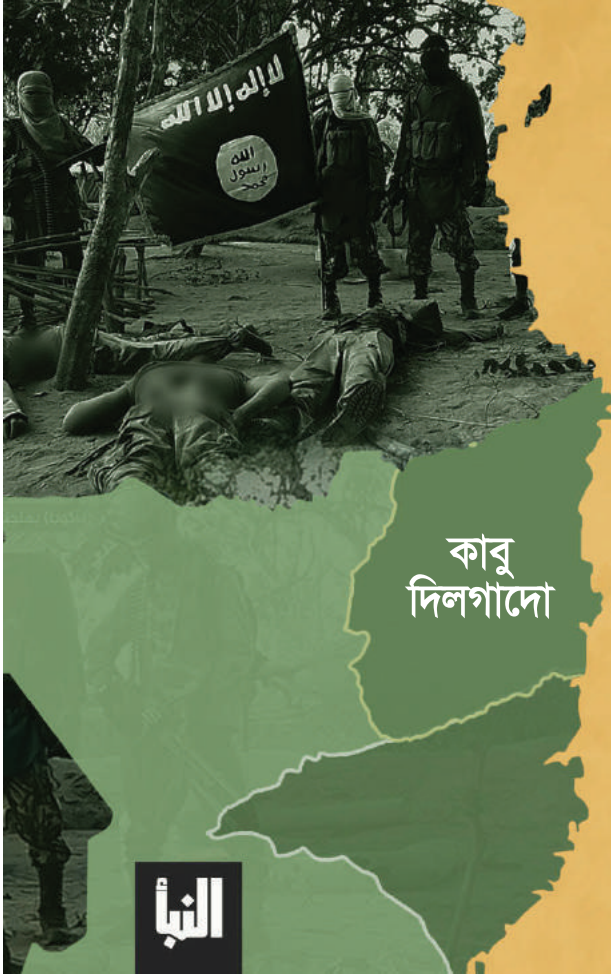
"মোসিস্বা দা বাড়ায়া"য় এই আক্রমণ মোজাম্বিক আর্মি ও তার প্রক্সিদের সকল চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ করে। যারা গত কয়েক বছর যাবত অঞ্চলটিকে মুজাহিদদের থেকে খালি করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। যেখানে খিলাফাহর সেনারা অঞ্চলটির প্রাণ কেন্দ্রে বারবার বড় বড় অভিযান চালিয়েছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এখনো সেই অভিযানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

সর্বশেষ আক্রমণ সমূহ

কিছুদিন আগেই খিলাফাহর সেনারা মাকুমিয়া অঞ্চলে মোজাম্বিক আর্মির একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। তারা সেখানে তাদের ১৭ জনকে আহত এবং নিহত করার পর ঘাঁটিটির দখল নেন। পরে ঘাঁটিটির সমস্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমাহ লাভ করার পর ঘাঁটিটি জালিয়ে দিয়ে তারা নিরাপদে ফিরে আসেন।



মাকুমিয়ায় নিহত সেনাদের কয়েকজনের আইডি কার্ড



কাবু
দিলগাদো

পরপর আক্রমণ বৃদ্ধিতে

মোজাম্বিকে

জিলহজ্জ ১২ থেকে ৫৫
সফরের ৭ পর্যন্ত দিনে

৬১

আহত ও নিহত

তাদের মাঝে ৩ অফিসার

নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহে
মাকু মিয়া
মুসিম্বুয়া দা বাড়ায়া



হামলা

আক্রমণের ফলাফল :

ধ্বংস

জালিয়ে দেয়া

২

সাজোয়া যান

ব্যারাক ও কয়েকটি ঘাঁটি



প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও
গোলাবারুদ গনিমাহ লাভ

পশ্চিম আফ্রিকায় চালানো বিভিন্ন অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ১১ ও ক্যামেরুন সেনাবাহিনীর ৮ সদস্য আহত এবং নিহত

উইলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা

এই সপ্তাহে উত্তর নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুনে চালানো খিলাফাহর আর্মিদের পৃথক তিনটি অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ১১ সদস্য আহত এবং নিহত হয়। পাশাপাশি তাদের দুটি সাজোয়া যান ধ্বংস হয়। এমনভাবে ক্যামেরুন সেনাবাহিনীর অন্তত ৮ জন আহত এবং নিহত হয়।

নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি
সাজোয়া যান ধ্বংস

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ২৮
মুহাররম মঙ্গলবার খেলাফত আর্মি

বর্ণো রাজ্যের "ক্যাময়া" এলাকায় মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি টহল দল লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে তাদের একটি সাজোয়া যান ধ্বংস হয় ও তাতে থাকা তিনজন সেনা আহত এবং নিহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

দ্বিতীয় আরেকটি সাজোয়া যান
ধ্বংসে ৮ সেনা হতাহত

পৃথক আরেকটি অভিযানে ১ সফর বৃহস্পতিবার খেলাফত আর্মির বর্ণো রাজ্যের "গুজা" এলাকার কাছে চলমান একটি টহলদল লক্ষ্য করে

বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে আরেকটি সাজোয়া যান ধ্বংস হয় ও তাদের অন্তত আট জন সেনা আহত ও নিহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

ক্যামেরুন সেনাবাহিনীর ৩ জন
নিহত ও ৫ জন আহত

সীমান্তের ওপার থেকে আসা সাংবাদে একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে জানিয়েছে যে, উত্তর ক্যামেরুনের সীমান্ত লাগোয়া প্রদেশ মারাও এর "হিল হিফা" গ্রামে ৩ সফর শনিবার খিলাফাহর আর্মির ক্যামেরুন সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটিতে

আক্রমণ চালান। এ সময় বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের অন্তত তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। পরে খিলাফাহর আর্মির নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

বিগত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ায় চালানো দুটি পৃথক অভিযানে খিলাফাহ আর্মির পশ্চিম আফ্রিকা ব্যাটালিয়ন নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজনকে আহত এবং নিহত ও স্থানীয় মিলিশিয়ার দুই সদস্যকে হত্যা করেছিলেন।

উইলায়াত শাম- বারাকাহ

এই সপ্তাহে দক্ষিণ বারাকায় মুজাহিদদের আক্রমণের পিকেদের একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছে।

বিস্তারিত আল্লাহর ইচ্ছায় ৩ সফর শনিবার খেলাফত আর্মির শাদ্দদীর দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত জিয়া নাথ গ্রামে PKK এর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে মেশিনগান দিয়ে হামলা চালান।

দক্ষিণ বারাকায় এক গাড়িতে আক্রমণে PKK এর ৩ সদস্য আহত ও নিহত

এতে তাদের একজন নিহত ও দুজন আহত হয়। পাশাপাশি গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে মুজাহিদরা নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে

আসেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

বিগত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে আল হুল যাওয়ার রাস্তায়

PKK এর একটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেন খিলাফাহ আর্মির শাম ইউনিট। এতে তাদের দুইজন সদস্য আহত হয়।

এ্যমবুসে পড়ে নাইজার সেনাবাহিনীর ৭ জন আর্মি নিহত

মালির নতুন নতুন অঞ্চলে হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি বিস্তৃতির কথা জানালো একটি সূত্র

উইলায়াত সাহেলে

খেলাফত আর্মির উইলায়াত সাহেলে বিভাগ নাইজার সেনাবাহিনীর ৮ সেনা কে হত্যা এবং অপর দুজনকে আহত করেছেন। এ সময় তারা দুটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেন ও তৃতীয় আরেকটি গাড়ি গনিমাহ লাভ করেন। এদিকে একটি সূত্রের দেয়া তথ্য মতে জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসে চাকরি করা এক সদস্য ও "ঘাটায়" মিলিশিয়ার এক সদস্যকে খিলাফাহর আর্মিরা হত্যা করেছেন। পাশাপাশি সূত্রটি এই উইলায়াতের বেশ কিছু বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলেছে। এর মাঝে আছে হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির বিস্তৃতি, দাওয়াতি কর্মযজ্ঞ, যে সকল সাধারণ মুসলিম দাওলাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় আসতে চায় তাদের ওপর আল কায়দার হুমকি ইত্যাদি।

"তেলাবুরী"তে এ্যমবুসে পড়ে নাইজার সেনাবাহিনীর ৭ আর্মি নিহত

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ২৫ মুহাররম শনিবার খিলাফাহর আর্মিরা পশ্চিম নাইজারের তেলাবুরী অঞ্চলে "সানাম" শহরের কাছে মুরতাদ নাইজার সেনাবাহিনীর একটি কনভয়েকে লক্ষ্য করে এ্যমবুস চালান। এ সময় বিভিন্ন অস্ত্রের মাধ্যমে সংঘর্ষ হলে তাদের অন্তত সাত জন নিহত ও দশজন আহত হয়। তারপর বাকিরা পালিয়ে গেলে খিলাফাহর আর্মি দুটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেন এবং ভারী মেশিনগান বসানো তৃতীয় আরেকটি গাড়ি জ্বদ করেন। এছাড়াও বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমাহ লাভ করেন। একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে নিশ্চিত করেছে যে নাইজার সেনাবাহিনীর দেয়া বিবৃতি সম্পূর্ণ ভুয়া। যেখানে তারা দাবি করেছে যে আক্রমণে অন্তত ১০ জন মুজাহিদ নিহত হয়েছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে যে এই আক্রমণে শুধুমাত্র একজন মুজাহিদ নিহত হন। আল্লাহ তাকে কবুল করুক। এবং বাকি মুজাহিদরা আক্রমণের পর নিরাপদে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসেন। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর। সূত্রটি জানিয়েছে যে, এটি মুরতাদ সেনাবাহিনী গুলোর একটি অভ্যাসে



উইলায়াত সাহেলে শারয়ী আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বেশ কয়েকজন অপরাধীর উপর হুদ প্রয়োগ।

পরিণত হয়েছে, যে তারা যখনই তাদের বিরাট এবং লাগাতার ব্যর্থতা চাকতে পারে না, তখনই তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভুয়া কিছু খবর ছড়াতে থাকে। যাতে এর দ্বারা নিজেদের ব্যর্থতা ও পরাজয় ঢাকা যায়। কিন্তু তাদের এই ব্যর্থ চেষ্টা পরাজয় ঢাকা তো দূরের কথা পরাজয় থেকে দৃষ্টি সরানোর ক্ষেত্রেও সফল হয় না।

নাইজার সেনাবাহিনীর এক সদস্য নিহত

নিরাপত্তা সংক্রান্ত খবর: ২৩ মুহাররম বৃহস্পতিবার পশ্চিম নাইজারের তীরা শহরে মুরতাদ নাইজার সেনাবাহিনীর এক সদস্য বেড়াতে আসলে

খিলাফাহর আর্মিরা তাকে গ্রেফতার করেন। পরে তাকে হত্যা করা হয়। তারপর মুজাহিদরা নিরাপদে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসের এক কর্মকর্তা ও "ঘাটায়" মিলিশিয়ার এক সদস্য নিহত

নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরেকটি খবর: ১ সফর বৃহস্পতিবার মালিতে দুটি পথক অভিযান চালানো হয়। এর একটিতে জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসে চাকরি করা এক মুরতাদ সদস্যকে হত্যা করা হয়। একে

ইতিপূর্বে "গাও টু নিয়মই" রোড থেকে গুম করা হয়েছিল। একই দিনে মুজাহিদরা মিনাখা অঞ্চলের "তাদামোকাদ" গ্রাম থেকে "তুরায়েগ ইমগাদ এর সমর্থক আন্দোলন" যা "ঘাটায়" নামে পরিচিত, এর এক সদস্যকে গ্রেফতার করেন। পরে তাকে হত্যা করা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

বেশ কয়েকটি শারয়ী হুদ বাস্তবায়ন

ইসলামী শরীয়ত দ্বারা শাসন পরিচালনার আওতায় উইলায়াত সাহেলে এতদসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু মন্ত্রণালয় ও আদালত কয়েকজন অপরাধীর উপর বেশ কয়েকটি শারয়ী হুদ প্রয়োগ করেছে। প্রথমে তাদেরকে শারয়ী আদালতে উপস্থিত করা হয়। তারপর ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদের মামলা গুলোর নিষ্পত্তি করা হয়। ২৩ মুহাররম বৃহস্পতিবার মালির গাঁও অঞ্চলের "টিসিত" এলাকায় হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের অধিনে তিনজন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদেরকে শারয়ী আদালতের দারস্থ করা হলে দুজন কে চুরির হুদ দেয়া হয় এবং অপরজনকে রজমের শাস্তি দেওয়া হয়। পরে বহু মুসলমানের উপস্থিতিতে তাদের উপর হুদ প্রয়োগ করা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।



জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসে চাকরি করা এক মুরতাদকে গ্রেফতার ও হত্যা।

একই কর্ম তৎপরতার আওতায় হিসবাহ মন্ত্রণালয় ২৮ মুহাররম সোমবার "আনসুজু" এলাকায় এক চোরকে গ্রেফতার করেন। পরে আদালতের নির্দেশে মুসলমানদের জমায়েত এর সামনে তার ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়। এমনভাবে ২ সফর মিনাকা অঞ্চলে আরও দুজন চোরকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর তাদের অপরাধ প্রমাণিত হলে "তাবাংকুর" শহরের বাজারে তাদের উপর হদ প্রয়োগ করা হয়। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর।

মালির নতুন নতুন অঞ্চলে হিসবাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি বিস্তৃতি

এদিকে দাওলাতুল ইসলাম কর্তৃক দাওয়াতি কর্মতৎপরতার আওতায়, উত্তর মিনাখা অঞ্চলের "টাডাগরিরটি" শহর ও এর আশেপাশের এলাকা দাওলাহর দখলে আসার পরপর হিসবাহ মন্ত্রণালয় সেখানের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে গত মুহাররম মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিয়ে মাসের শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দাওয়াতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এর পূর্বে কায়দা মিলিশিয়া এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার বহু বাসিন্দাকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করেছিল এই বলে যে, দাওলাতুল ইসলাম খারেজী, তারা রাস্তায় যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধে পরাজয়ের পর মিডিয়ায় তারা দাওলাহর বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার শুরু করেছে এটি তারই অংশ। এই দাওয়াতি অনুষ্ঠানগুলোতে এলাকার সাধারণ মুসলমানদের সামনে দাওলাতুল ইসলামের হাকিকত এবং এর মানহজ তুলে ধরা হয়। যারা ইতিপূর্বে কায়দা মিলিশিয়ার ভ্রান্ত ধোঁকাপূর্ণ প্রচারের শিকার ছিল। সেই প্রচারে কায়দার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সন্তানদেরকে দাওলাতুল ইসলামের বাহিনীতে যোগদান করা থেকে বিরত রাখা। এদিকে বিগত মুহাররম মাসে মুজাহিদরা অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারী ও ডাকাতদের একটি দলকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। এ সময় তাদের কাছে জিম্মি এক মুসলিমকে উদ্ধার করে নিরাপদে পরিবারের কাছে



হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন শহর এবং বাজারগুলোতে প্রকাশ্যে চোর এবং সন্ত্রাসীদের উপর হদ কায়ম করার কারণে এই অঞ্চলে এইসব অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। যা একসময় অঞ্চলব্যাপী প্রসারমান ছিল।

আল কায়দা বাসিন্দাদের কে ঘরছাড়া করছে ও তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে

উক্ত অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা উশ্জলায় দাওলাতুল ইসলামের গৃহীত মোবারক

পদক্ষেপ গুলোর কারণে এলাকা ছাড়া হওয়া বহু মুসলিম এলাকায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। যারা আল-কায়েদার হুমকি-ধমকি ও গোমরাহীর কারণে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। বন্ধ বাজারগুলোও আবার চালু হয়েছে। সাথে সাথে কায়দা মিলিশিয়ার সেনা এবং নেতারা সাধারণ মুসলমানদেরকে যে সমস্ত মিথ্যা, ভুয়া, ধোঁকা ও বাস্তবতা বিবর্জিত উল্টো

সংবাদ শুনিয়েছিল, সেগুলোর অসারতা তাদের কাছে প্রমাণ হতে শুরু করেছে। মুসলমানদের এই শান্তি-শৃংখলার কথা শুনতে পেয়ে কায়দা মিলিশিয়া সাথে সাথে এলাকায় ফিরে আসা মুসলিমদেরকে হুমকি-ধমকি দিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করেছে। তারা সেখানে স্পষ্ট করেছে যে, এমনটি হলে এলাকার সাধারণ মুসলিমদেরকেও তারা খারেজী হিসেবে গণ্য করবে। পাশাপাশি তারা হুমকি দিয়েছে যে, যে কেউ মুজাহিদদেরকে সাহায্য করবে, বা তাদের সমর্থন করবে তাকে হত্যা করা হবে। এই ঘটনার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যে, সাধারণ মুসলিমদের উপর কায়দা মিলিশিয়ার চালানো এই ধরনের মারাত্মক নির্যাতনের মূল কারণ আসলে কি?

সর্বশেষ আক্রমণ

গত সপ্তাহে উইলায়াত সাহেলের খেলাফত আর্মিরা পূর্ব মালির মিনাখা অঞ্চলের কাছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অভিযান চালান। মালির সামরিক বাহিনীর কনভয়কে লক্ষ্য করে চালানো সেই অভিযানে অন্তত ১৭ জন সেনা নিহত ও গ্রেফতার হয়। পাশাপাশি তারা অন্তত ৭ টি সাজোয়া যান হারায়। সে সময় মুজাহিদরা বহু অস্ত্র এবং গোলাবারুদ জব্দ করেন।



পূর্ব নাইজারের "তীরা" শহরে নাইজার সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে গ্রেফতার ও হত্যা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

উমর (রাযিঃ) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে, তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। -সুফিয়ান (রাহঃ) বলেন, অনুরূপই আমি স্মরণ রেখেছি- সাবধান! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।

মধ্য আফ্রিকায় লাগাতার অভিযানে ২০ খ্রিস্টান নিহত ও তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি জালিয়ে দেয়া হলো

উইলায়াত মধ্য আফ্রিকা

পূর্ব কঙ্গোয় ধারাবাহিক অভিযানে উইলায়াত মধ্য আফ্রিকার খিলাফাহর সেনারা অন্তত ২০ খ্রিস্টানকে হত্যা করলেন ও তাদের একটি গাড়ি সহ অন্যান্য মালিকানাধীন সম্পত্তি জ্বালিয়ে দিলেন।

খ্রিস্টানদের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে আগুন

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ২৯ মুহাররম বুধবার বেনী রাজ্যের "কুমাঞ্জ" গ্রামের কাছে ইরিন্জিতি রাস্তায় খিলাফত আর্মির কাফের খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালান। এ সময় তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। তাদের একটি গাড়ি ও অন্তত তিনটি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।



২০ খ্রিস্টান নিহত

এরই ধারাবাহিকতায় ৫ সফর সোমবার খিলাফাহর আর্মি বেনী রাজ্যের কিসানগা গ্রাম ও এর আশেপাশের অঞ্চলে খ্রিস্টান কাফেরদের জমায়েতের উপর হামলা করেন। এ সময় বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে টার্গেট করা হলে তাদের অন্তত ২০ জন নিহত হয়। পরে মুজাহিদরা নিরাপদে ঘাটিতে ফিরে আসেন।

বিগত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে খিলাফাহ আর্মির উইলিয়াত মধ্য আফ্রিকা ডিভিশনের আক্রমণে অন্তত ১৬ খ্রিস্টান নিহত হয়েছিল। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত ও তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। আক্রমণ গুলোর একটি ছিল বেনীর রাজ্যে অবস্থিত উগান্ডার সীমান্তবর্তী কাসিকি শহরে। যেটি খ্রিস্টানদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ক্রসিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়।

উইলায়াত খোরাসান

এই সপ্তাহে খিলাফাহ আর্মির উইলায়াত খোরাসান ডিভিশন এর আক্রমণে তালেবান মিলিশিয়ার পাঁচজন সদস্য হতাহত ও পাকিস্তান সরকারের এক গোয়েন্দা আহত হয়েছে। এর মাঝে একটি আক্রমণ ছিল কাবুলে মিলিশিয়ার হেডকোয়ার্টারের একেবারে নিকটেই।

বাজুরে গুপ্তচর কে লক্ষ্য করে হামলা

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ২৯ মুহাররম বুধবার সীমান্তবর্তী বাজুর প্রদেশের এনায়েত গ্রামে খিলাফাহর

খোরাসানে দুটি অভিযানে এক গোয়েন্দা আহত ও তালেবান এর ৫ সদস্য হতাহত

সেনারা মুরতাদ পাকিস্তান সরকারের এক গুপ্তচরকে লক্ষ্য করে মেশিন গান থেকে গুলি ছুরেন। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে মুজাহিদরা নিরাপদে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসেন। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহর।

কাবুলে এক বিস্ফোরণে তালেবান এর ৫ সদস্য হতাহত

এরই ধারাবাহিকতায় ৫ ই সফর সোমবার রাজধানী কাবুলের দারুল আমান এলাকায় তালেবান এর হেডকোয়ার্টারের একেবারে নিকটেই মুরতাদ মিলিশিয়া বাহিনীটির

কয়েকজন সদস্যকে লক্ষ্য করে খিলাফাহর সেনারা একটি বিস্ফোরক বোম্বাই ভ্যানের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে তাদের অন্তত ৫ সদস্য হতাহত হয়। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাল্লাহ বলেন:

সুনানে নাসাঈ ও ইবনে মাজায় আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: "জমিনের বুকে বাস্তবায়ন করা একটি হুদ জমিনবাসীর জন্য ৪০ দিন সকালবেলা রুষ্টি বর্ষণের চেয়ে উত্তম" এটা এজন্য যে, গুনাহের কারণে রিযিক কমে যায় এবং শত্রুর ভয় পয়দা হয়। যেমনটি আমরা কিতাব এবং সুন্নাহে পাই। তাই যখন হুদুদ বাস্তবায়ন হয় তখন আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায়। ফলে তার নাফরমানি কমতে থাকে আর আমরা রিজিক ও বিজয় লাভ করি।

[মাজমাউল ফাতওয়া]



উম্মাহর
ওলামাদের
বক্তব্য
থেকে

কিরকুকে দুটি পৃথক অভিযানে রাফিজী সেনাবাহিনীর চারজন আহত ও তাদের এক গুপ্তচরের বাড়ি জ্বালিয়ে দয়ো হলো

উইলায়াত ইরাক- কিরকুক

এই সপ্তাহে দক্ষিণ কিরকুকে দুটি পৃথক অভিযানে উইলায়াত ইরাকের খিলাফাহ সেনারা রাফিজী সেনাবাহিনীর অন্তত ৪ সদস্যকে গুরুতর আহত করেছেন। তাদের একটি ভারী সাজোয়া যান ধ্বংস করে দিয়েছেন ও তাদের এক গুপ্তচরের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

রাফিজি সেনাবাহিনীর চারজন হতাহত

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ১ সফর বৃহস্পতিবার ডাকুক অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত তেল আইদা গ্রামে খিলাফাহ সেনারা অভিযান চালানোর সময় রাফিজি সেনাবাহিনীর একটি হামার সাজোয়া যান লক্ষ্য করে বিস্তারক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে সাজোয়া যানটির একাংশ উড়ে যায় ও তাতে থাকা চার সদস্য গুরুতর আহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আমেরিকান বিমান হামলা ও রাফিজিদের পরাজয়!

একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে আরো জানিয়েছে যে, মুজাহিদদের অবস্থানে মার্কিন বিমান বাহিনীর হামলার পরপর রাফিজি সেনারা সেই অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আল্লাহর অনুগ্রহে মার্কিন বিমান

বিশেষ প্রতিবেদন



রাশাদ জেলার অন্তর্গত "জাল" গ্রামে মুরতাদ কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের এক সদস্যের বাড়ি জ্বলছে

হামলায় মুজাহিদদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সূত্রটি বিস্তারিত জানিয়েছে যে, এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে ধারণা করে মুজাহিদরা আগেই তাদের ঘাটিতে যাওয়ার সকল রাস্তায় প্রচুর মাইন্ড পুতে রেখেছিলেন। সূত্রটির দেয়া বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, এটি রাফিজি সেনাবাহিনীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যে তারা প্রত্যেকবার মার্কিন বিমান হামলার পরপরই হামলাস্থলে উপস্থিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকা ভাঙ্গা টুকরা অথবা মাটির উপর যা পায় তার সাথেই দাঁড়িয়ে ছবি তুলে।

গুপ্তচর কে হত্যার পর তার বাড়িতে আগুন

এদিকে সূত্রটির মাধ্যমে নাবা আরো জানতে পেরেছে যে, খিলাফাহ সেনারা ২ সফর শুক্রবার রাশাদ জেলার অন্তর্গত জাল গ্রামে মুরতাদ কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের এক সদস্যের বাড়ি জ্বালিয়ে দেন। এ সময় বাড়ির আশেপাশে তার মালিকানাধীন আরও বেশ কিছু সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, যার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো সেই মুরতাদকে

এক মাস আগে খিলাফাহর সেনারা হত্যা করেছিলেন। সে সময় নাবা তার মৃতদেহের ছবি প্রকাশ করেছিল।

বিগত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে দক্ষিণ কিরকুকে চালানো পৃথক কয়েকটি অভিযানে খিলাফাহর সেনারা রাফিজী সেনাবাহিনীর কয়েকজনকে হতাহত করেছিলেন। সে সময় তারা তাদের দুটি গাড়ি ধ্বংস করেন ও তৃতীয় আরেকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত করেন।

উইলায়াত ইরাক- সালাহউদ্দিন

এই সপ্তাহে উত্তর ও দক্ষিণ সালাহউদ্দিনে চালানো দুটি পৃথক হামলায় খিলাফাহর সেনারা রাফিজি সেনাবাহিনীর একটি ভারী সাজোয়া যান ধ্বংস ও তাতে থাকা সদস্যদের আহত ও নিহত করেছেন। পাশাপাশি রাফিজি হাসদ বাহিনীর এক সদস্যকে আহত করেছেন।

রাফিজি সেনাবাহিনীর হামার ধ্বংস

বিস্তারিত: আল্লাহর ইচ্ছায় ১ সফর বৃহস্পতিবার খিলাফাহর সেনারা চাইনিজ দ্বীপ এলাকার কাছে "আল-বোনামীর" গ্রামে রাফিজী সেনাবাহিনীর একটি হামারকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এতে সাজোয়া যানটির একাংশ উড়ে যায় ও তাতে

হামার সাজোয়া যান ধ্বংস ও রাফিজি সেনাবাহিনীর এক ঘাঁটিতে হামলা

সালাহউদ্দিনের উত্তর ও দক্ষিণে

থাকা সৈন্যরা হতাহত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে জানিয়েছে যে, উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের বাড়তে থাকা আক্রমণ বন্ধ করার লক্ষ্যে রাফিজি সেনারা সৈন্য জড়ো করার সময় এই বিস্ফোরণ ঘটলো। ফলে আক্রমণ বন্ধের জন্য জড় হওয়া সেনারাই আক্রমণের শিকার হলো। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

রাফিজি "হাসদ" বাহিনীর এক সদস্য আহত

একই ধারাবাহিকতায় একটি বিশেষ সূত্র নাবাকে জানিয়েছে যে, ৬ সফর মঙ্গলবার খিলাফাহর সেনারা মুতাসিম এলাকায় অবস্থিত হাসদ রাফিজি বাহিনীর একটি ছাউনিতে গুলি বর্ষণ করেন। এতে তাদের এক সদস্য আহত হয় ও একটি নাইট ভিশন ক্যামেরা ধ্বংস

হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

বিগত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে উইলায়াত ইরাকের খিলাফাহর সেনারা সালাহউদ্দিনের উত্তর আলাম এলাকায় "ফাতহা" অঞ্চলে হাসদ শাবীর একটি ছাউনিতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে তাদের এক সদস্যকে হত্যা করেছিলেন।

সীসাঢালা প্রাচীরের খুঁটিসমূহ



সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। প্রত্যেক বিষয়কে প্রথমবার রূপদানকারী। দুরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার একান্ত বন্ধু ও প্রিয়জনের উপর। আরো বর্ষিত হোক তার আহলে বাইত ও সাহাবাদের উপর। অতঃপর, ইসলাম এমন বেশ কিছু এবাদত ও নিদর্শন এর উপর জোর গুরুত্ব দিয়েছে, যেগুলো মুসলিমদেরকে একত্রিত করে এবং তাদের সকলকে এক বিনিমানে জমা করতে সাহায্য করে। এর মাঝে রয়েছে: জিহাদ, শুরা, জামাত, জুমা, হজ্ব, ওমরা, দুই ঈদের নামাজ, দীনি আলোচনার মজলিশ ইত্যাদি। এই এবাদত ও নিদর্শন গুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে বাহ্যিকভাবেই মুসলিমদেরকে একটি সুশৃঙ্খল একতাবদ্ধ জামাত হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন নিয়ম রাখা হয়েছে।

যেমন নামাজের কথাই ধরা যাক। নবী (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ততক্ষণ পর্যন্ত তাকবীর দিতেন না যতক্ষণ না কাতারগুলো পুরোপুরি সোজা হত। হযরত আনাস বিন মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, "তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ"। [বুখারী, মুসলিম] সহিহায়নেরই আরেকটি বর্ণনায় নোমান বিন বাশির রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, "তোমরা অবশ্যই কাতারগুলোকে সোজা করবে। না হলে আল্লাহ তোমাদের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিবেন"। আবু দাউদ ও আহমদের বর্ণনায় আছে: "আর না হয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে এখতেলাফ সৃষ্টি করে দিবেন"। তাহলে চিন্তা করুন বিষয়টিতে কত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে!

আর জিহাদে তো কাতার সোজা করার বিষয়টির গুরুত্ব আরো অনেক। কারণ এখানে কাতার মজবুত করা ছাড়া যুদ্ধই হবে না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের কাতারের প্রশংসা করে বলেছেন: "আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার রাস্তায় এমন ভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর" ইমাম তাবারী বলেন: "তারা আল্লাহর রাস্তায় কাতারে কাতারে লড়াই করে। সেখানে তাদের কাতারগুলো এমন যেন সেগুলো এক একটা প্রাচীর। সীসা ঢেলে সেগুলোকে মজবুত ও শক্ত করা হয়েছে। ফলে তা কেউ ভেদ করতে পারে না। যেমন মজবুত কোন কিছুই ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে: সীসা দিয়ে বানানো"।

সুতরাং যুদ্ধে কাতারকে সোজা ও মজবুত করা কোন প্রতীকী প্রদর্শনী নয়। বরং এটি ইসলামী নিদর্শন সমূহের একটি মূল্যবান মুক্তা। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের অন্তর সমূহ ও তাদের কালিমাকে একত্রিত করা। যাতে তারা ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই সত্যিকার অর্থে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় হতে পারেন। এবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক। ময়দানে জিহাদের এই প্রাচীরের স্থাপনা সাধারণত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি স্তরের আবার ছোট ছোট শাখা রয়েছে। যেগুলো এই স্থাপনাকে শক্তিশালী ও মজবুত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এগুলো একতা, ভালোবাসা ও ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। সেই স্তরগুলো হল:

প্রথম স্তর: আমিরের সাথে সৈনিকের আচরণ

এই স্তরের প্রথম বিষয় হল শোনা ও অমান্য করা: সৈনিকের জন্য ওয়াজিব হলো সে তার আমিরের কথা শুনবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে প্রফুল্ল মনে তার নির্দেশ পালন করবে। ফলে সে এর দ্বারা পূর্ণ সওয়াবের ভাগীদার হবে। কারণ এমনতেই সে আমিরের কথা মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু যখনই সে সন্তুষ্ট চিত্তে আমিরের আদেশ পালন করে, তখন সে এর

দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে ও আমির কেও খুশি করে। আর যে এই কাজ করে আল্লাহ তাকে সৌভাগ্য ও অল্পে তৃষ্ণা দান করেন। ফলে সে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজ দায়িত্ব পালন করে যায়। কোন কিছুই তার মনকে খারাপ করতে পারে না। {এই স্তরের দ্বিতীয় বিষয় হলো আমিরের নির্দেশাবলী ও কর্মপদ্ধতির উপর ধৈর্য ধারণ করা}। যুদ্ধে এমন কোন পরিস্থিতি নেই যেখানে মুসলিমের জন্য তার আমিরের অবাধ্যতা করা, এদিক সেদিক তাকানো বা কাতার থেকে বের হয়ে যাওয়া জায়েজ হয়। ইমাম বুখারী রঃ ইবনে আব্বাসী রাঃ এর হাদিসে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন: "কেউ যদি তার আমিরের পক্ষ থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তার উপরে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে কোন ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মতুবরণ করে, তার এই মৃত্যু হল জাহিলিয়াতের মৃত্যু"।

এমনই ভাবে হিতকামনা: ইমাম মুসলিম তামীম আদ-দারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন: "কল্যাণ কামনাই দ্বীন। আমরা আরয় করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন: আল্লাহর, তার কিতাবের, তার রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের"। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে। সুতরাং সুস্পষ্ট ভুলের ক্ষেত্রেও গোপনে উপদেশ দেয়া ও তার অনুপযুক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সঠিক সিদ্ধান্ত সূত্রণ করিয়ে দেয়াই হলো হিত কামনা। কেননা আমিরের পক্ষ থেকে কোন ভুল হলে সেটার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হয়। যেহেতু সে অনুসরণীয় ব্যক্তি। কারণ তার ভুলটা শুধু তার উপরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার অধীনস্থদের কেও গ্রাস করে। তাই আমির যত বড় হয়, ভুলের মাণ্ডল ও তত বেশি হয়।

অতঃপর বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করা: সকল দায়িত্ব পালন ও সাধারণ বিষয় গুলো দেখভাল করার পর আমিরের নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজনও থাকে। তার উপর আবার প্রত্যেক সৈনিকের নিজস্ব চিন্তা ও প্রয়োজনগুলোও তার কাছে জমা হয়। কেননা সাধারণত প্রত্যেকেই তার কাছে এসে সবকিছু উপস্থাপন করে। ফলে তার দায়িত্ব পেরেশানী আরো বৃদ্ধি পায়।

তাই কখনো কখনো আমির কিছুটা হালকা হওয়ার জন্য ও সহজায়নের জন্য তার কোন দায়িত্ব কোন সৈনিককে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বরং এমনটি করা তার উপর ওয়াজিব। কারণ তা না হলে তিনি তার সকল দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না। সুতরাং এরকম দায়িত্ব যে সৈনিককে দেওয়া হয় তার উচিত অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হলো সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। তার হক পুরাপুরি আদায় করে আমিরের কষ্ট লাঘব করা। এবং সে যেন তার উপর যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয় তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সূক্ষ্ম হিসাবাদিতে তার নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। যেগুলো সাধারণত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এমনটি করতে গেলে সে সাধারণত বিষয়গুলো যেভাবে পরিচালিত হয় সেভাবে না করে নতুন ভাবে করতে যাবে। ফলে সহজ বিষয়কে কঠিন করে তুলবে। সাধারণ বিষয়কে জটিল করে তুলবে।

এই সবকিছুর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্মান প্রদর্শন: সৈনিক আমিরের কথাকে খাটো করে দেখবে না ও তাকে সুন্দরভাবে সম্বোধন করবে। আমিরের মর্যাদা কে কখনোই খাটো করে দেখবে না। বিশেষ করে যখন তাকে অন্য এলাকা থেকে পাঠানো হয়। অথবা আমির নতুন হয়, এখনো এলাকার সবকিছু সে ভালোভাবে বুঝেনি। এ অবস্থায় সৈনিক নিজের জ্ঞান জাহির করবে না ও তাকে অসম্মান করবে না। মুজাহিদের আরেকটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সে কিছুতেই তার আমিরের গীবত করবে না। অন্য কেউ করলে সেটা শুনবেও না। তার স্মরণ রাখা উচিত যে গীবত এমনতেই হারাম। আমিরের গীবত আরো ভয়ংকর। কারণ এতে তার উপরে সাহস দেখানো হয়। এটি অবাধ্যতাকে উসকে দেয় ও একতাকে ছিন্ন করে। আরো সতর্ক থাকতে হবে যে আমিরকে ডিজিয়ে যেন তার উর্ধ্বতন আমিরের কাছে না যায়। কেননা এটা সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। বরঞ্চ কোন একটি মাসআলা যদি তার আমিরকে জিজ্ঞেস করে থাকে, তাহলে তার পছন্দমত জবাব পাওয়ার জন্য উর্ধ্বতন আমিরকে সেই মাসআলা আবার জিজ্ঞেস করা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। জামাতে ফাটল তৈরি হয় ও জামাতের সদস্যদের কে সন্ধিহান করে তোলে। এটা খুবই বাজে স্বভাব। এই

ধরনের ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত। মুজাহিদ কিছুতেই সাধারণ সম্পদ ও সরঞ্জামাদি থেকে আমিরের অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই খরচ করবে না। কেননা আমিরই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত যে তা কোথায় খরচ করতে হবে। কার মাঝে কিভাবে বন্টন করতে হবে। আমিরের অনুমতি ছাড়া নিজ স্থান ত্যাগ করবে না এবং তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হোক পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে কোন টলেমি ছাড়াই সেই দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করবে। দায়িত্ব শেষ করার আগ পর্যন্ত সে তা ছেড়ে কোথাও যাবে না এবং অনর্থক এদিক সেদিকের কথায় লিপ্ত হবে না। অনেক সময় আমির কিছু কাজ স্বয়ং উপস্থিত থেকে শেষ করতে পারে না। কারণ সব কাজ সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া এবং সেগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখা আমিরের দায়িত্ব। বহু সমস্যা তার কাছে সবসময় থাকে, যেগুলোর সমাধানে তিনি ব্যস্ত থাকেন। তাই সৈনিক যেন আমিরের ব্যাপারে এই ধারণা না করে যে, তিনি আরামে থাকার জন্য এই কাজ নিজে করছেন না। মোটকথা প্রত্যেক সৈনিকের তার আমিরের সাথে উত্তম সম্পর্কের মাধ্যমেই এই স্থাপনার প্রথম স্তরটি পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয় স্তর: সৈনিকের সাথে আমিরের আচরণ

এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শূরা: আমিরের উচিত মাশওয়ারাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া এবং এটিকে হালকা মনে না করা। কেননা সৈনিকের যেমন শূনা ও মান্য করা জরুরি, আমিরেরও ঠিক তেমনি মাশওয়ারা করা জরুরি। মাশওয়ারার মাধ্যমেই আমির তার সৈনিকদের চিন্তা চেতনা ও তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ফায়দা অনেক। এর মাধ্যমেই সঠিক উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। এর মাধ্যমে সৈনিকদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা কে তা বের করে তাকে সামনে নিয়ে আসা যায়। এমনইভাবে বিশেষ গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের কে চিনে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন" এবং "তাদের বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়"

অভিজ্ঞ লোকদেরকে চিনে ফেলার পর অন্যদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তাদের সাথে মাশওয়ারা করায় কোন দোষ নেই। কেননা ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি সহীহ সনদের বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাতাব রাঃ বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলমানদের অনেক বিষয়ে শুধু আবু বকর রাঃ এর সাথে গোপনে কথা বলতেন। সে সময় আমি তাদের সাথে থাকতাম।" তবে আমার এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে মতভিন্নতা দেখা দিলে মাশওয়ারা করা যেন কাজ বন্ধের কারণ না হয়। তাইতো ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ এভাবে করেছেন: "পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী" আর আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন" এবং "তাদের বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়" আর মাশওয়ারা করতে হয় কোন বিষয়ের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া ও স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে। কেননা আল্লাহ তায়ালার বলেন, আর যখন আপনি কোন বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন তখন কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে কোন কথা বলার অধিকার নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওহদের যুদ্ধের দিন মানুষের সাথে এ ব্যাপারে মাশওয়ারা করলেন যে তারা কি শহরেই থাকবেন নাকি বের হবেন? তখন তারা বের হওয়ার পক্ষে মত দিল। তারপর যখন তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তার উম্মত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। তারা বলতে থাকলো: ভিতরে থাকুন। কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প হওয়ার পর তাদের কথার দিকে কর্ণপাত করেননি বরং তিনি বললেন: "কোন নবীর জন্য এটি উচিত নয় যে তিনি তার উম্মতের কাছে কোন ব্যাপারকে ঘোলাটে করে দিবেন যতক্ষণ না আল্লাহ সেই ব্যাপারে ফয়সালা করেন"। এমনিভাবে মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামে কুটনাম রটালে, তখন তিনি এ ব্যাপারে আলী এবং উসামার সাথে মাশওয়ারা করলেন। তিনি তাদের বক্তব্য শুনলেন। কিন্তু যখন কোরআন নাজিল হলো তখন তিনি অপবাদকারীদের কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন এবং তাদের কথার দিকে কোন কর্ণপাত করলেন না। বরং আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করলেন। নবীজি (ﷺ) এর পরের আমিররাও বৈধ বিষয়ে সবচেয়ে সহজ পথ অবলম্বন করার জন্য বিশুদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে মাশওয়ারা করতেন। কিন্তু যখনই কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ তারা পেয়ে যেতেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুকরণে সেই মাশওয়ারার দিকে ঝুঁকেন না। আবু বকর রাঃ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় ওমর রাঃ বললেন: আপনি কি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন "আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন তাদের রক্ত এবং সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে ইসলামের কোন হক থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্ব।" তখন আবু বকর রাঃ বললেন আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক মিলিত বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু তারপরও ওমর রাঃ বাধা দিয়ে গেলেন। কিন্তু সে সময় আবু বকর রাঃ আর কালও মাশওয়ারা গ্রহণ করেননি। যেহেতু তার কাছে যাকাত এবং নামাজের মাঝে পার্থক্যকারী এবং দ্বীন পরিবর্তনকারী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ ছিল। নবীজি (ﷺ) বলেন: "যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা করো"। অথচ বৃদ্ধ যুবক সকল এলেমওয়ালারা সেই দিন ওমর রাঃ এর



মাশওয়ারার পক্ষে ছিলেন। তবে তারা সবাই আল্লাহর কিতাবের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। [সহীহ বুখারী] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো আমির যখন মাশওয়ারা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তখন তার উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং নবীজি (ﷺ) এবং পরবর্তী সাহাবীদের অনুসরণে কোন সংশয় সন্দেহ না রেখে কাজটি পূর্ণ করা।

অতঃপর ধৈর্য: এটি আমিরের ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। কেননা তাকে বিভিন্ন রকমের সৈনিকের বিভিন্ন মনোভাব, হাজারো স্বভাব এবং অনেক রকমের চরিত্রের সৈনিকদেরকে নিয়ে চলতে হবে। আমিরকে তাদের প্রতি হিতকামনা রাখতে হবে। কারণ তিনি তাদের সব বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। তাই তার উচিত তাদেরকে উপদেশ দেয়া এবং লজ্জিত না করা। আবুল মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, "যে কোন ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোন দায়িত্বের আমির বানানো হয়, যদি সে তাদের উপর কঠোরতা না করে এবং তাদের প্রতি হিতকামনা রাখে তাহলে অবশ্যই সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। [মুসলিম]

অতঃপর খেদমত : হ্যাঁ খেদমত। সর্বোত্তম আমির সে ই যে তার সৈনিকদের সবচেয়ে বেশি সেবা করে। আমিরকে বিনয়ী হতে হবে। সৈনিকদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদেরকে উত্তম এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে। তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। কেননা এভাবেই তাদের অন্তর আমার নিকটবর্তী হবে এবং তাদেরকে আনুগত্যশীল করে তুলবে। কেননা আমার নির্দেশ তাদের উপর ওয়াজিব। আর তার অবাধ্যতা করা গোনাহ। তাই আমিরের স্মরণ রাখা উচিত যে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করছেন। তাই সে যেন এ ব্যাপারে শয়তান এবং নফসকে কোন সুযোগ না দেয়। তার উচিত যতোটুকু সম্ভব সৈনিকদের জন্য সহজ করে দেয়া এবং হালকা করা। অনেক সময় তাকে অনেক ছোট ভুল দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। বা অনেক ছোটখাটো পদস্থলন কে এড়িয়ে যেতে হবে যাতে আরও বড় সমস্যা থেকে বাঁচা যায়। আমিরের উচিত সৈনিকদের দৈনন্দিন কাজে নিজেই শরিক হওয়া। যদি তাতে কোন ক্ষতি বা সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। সৈনিকদের মাঝে কেউ অসুস্থ বা দুর্বল থাকলে আমিরের উচিত নিজেই তার কাজটি করে দেয়া। কেননা এর মাধ্যমে সৈনিকদের মাঝে দৃঢ় মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে।

অতঃপর ন্যায়পরায়ণতা: প্রত্যেকের অধিকার এবং ওয়াজিব বিষয়ে আমিরকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং তিনি যেন কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করেন। ইমাম আহমদ সহীহ সনদে আবু হুরায়রা রাঃ এর হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন: "যে কোন ব্যক্তিকে ১০ জনের আমিন নিযুক্ত করা হয়, কেয়ামতের দিন সে হাত বাধা অবস্থায় উঠবে। অতঃপর তার ন্যায়পরায়ণ তাকে মুক্তি দিবে অথবা তার জুলুম তাকে ধ্বংস করবে"।

তাই তার উচিত তার অবস্থানস্থল থেকে বেশি সময় দূরে না থাকা এবং সবসময় সৈনিকদের কাছাকাছি থাকা। কেননা যে কোন সময় সৈনিকদের তার প্রয়োজন হতে পারে। তার উচিত সৈনিকদের সবার পরে পাহারাদারি শুরু হওয়ার পর ঘুমানো। আবার সবার আগে উঠে সবকিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়া। যাতে তার এবং তার সৈনিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এবং তারা নির্বিঘ্নে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কোন সন্দেহ নেই মুজাহিদদের আমিররা এরকমই হয়ে থাকেন।

অতঃপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলা যা প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি স্তরের সাথেই জড়িত। আর তা হল আমিরের তার উপরের আমিরদের পূর্ণ আনুগত্য করা। কেননা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সে তার অধীনস্থদের জন্য অনুসরণীয়। তার আরো উচিত তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অধিক পরিমাণে অভিযোগ না করা। কেননা এটা আমিরের খারাপ গুণ হিসাবে দেখা হয়। পাশাপাশি যারা তাকে নিয়োগ দিয়েছেন সেই সব আমিরদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করা উচিত নয়। তার উচিত শিক্ষা গ্রহণ, দিকনির্দেশনা নেয়া এবং অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার ব্যাপারে অন্তরকে প্রশস্ত রাখা। মোটকথা আমির যদি তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কে মজবুত রাখে, তাহলে দ্বিতীয় স্তর মজবুত হয়ে গেল।

তৃতীয় স্তর: সাধারণ মুসলিমদের একে **অপরের সাথে আচরণ**

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের সমকক্ষদের সাথে আচরণ ও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সকল মুসলিমের সাথে উত্তম আচরণ করা। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের প্রতি ইহসাণ করা ও তাদের সাথে সর্বোচ্চ নম্র ব্যবহার করা। প্রত্যেক বিষয়ে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। তারা কোন কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করা। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা ও এড়িয়ে যাওয়া। তাদের কেউ জাহেলের মত আচরণ করলে পাত্তা না দেয়া। সম্মানিতদেরকে মূল্য দেয়া। প্রয়োজনগ্রন্থদের সাহায্য করা। তাদের সকল হাজতে দৌড়ে যাওয়া। মোটকথা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একজন মানুষের সাথে যা কুলায় সবই করা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের সমকক্ষদের সাথে **আচরণ:** যেমন মুসলিমদের মসজিদের ইমাম, দায়ী এবং ওলামারা। এমনই ভাবে অন্যান্য সকল বিশিষ্টজন তাদের নিজেদের মাঝে উত্তম আচরণ করবে। তাদের জন্য ওয়াজিব হলো তারা সবসময় কল্যাণকে ভালবাসবে। যদিও তার থেকে অন্য কেউ এগিয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। তাদেরকে জামাতের অভ্যন্তরে নিজেদের মাঝে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করতে হবে। আর হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও ইখতিলাফ তো আরো দূরের কথা। তাদেরকে এমন তর্ক বিতর্ক ও মুনাকাশা থেকে দূরে থাকতে হবে যার ফলে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কারোর কোন ভুল ত্রুটি হলে বা পদস্থলন হলে তার পিছনে লাগা যাবে না। তাদেরকে সব সময়

কল্যাণকামিতা ও পরের দোষ ঢেকে রাখা ও নিজেদের মাঝে মুজাকারা চালিয়ে যেতে হবে। আমিরগণও বিশিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদেরকেও বাজে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকতে হবে। কোন সেনাপতির তার সমকক্ষ আরেক অফিসার কে আদেশ নিষেধ করা উচিত নয়। এমনই ভাবে তার অনুমতি ছাড়া তার সৈন্যদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করা ও বৈধ নয়। বা তাদের অবস্থানকে সংকীর্ণ করে তাদেরকে নিজের কাছে আসতে বাধ্য করাও যাবে না। বরং তাদের প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব হল অপরের প্রতি কল্যাণকামিতা রাখা ও তার সাথে নিজের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনে সৈন্য, সম্পদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভাগাভাগি করা। সৈনিকের সামনে একজন আরেকজনের ভুল নিয়ে আলোচনা করবে না। কেননা কোন একজন নেতার মুখে অপর নেতার সমালোচনা মানুষ বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনে। ফলে তারা খুব দ্রুত সেটি নিয়ে মেতে উঠে। এটি সীসাঢালা প্রাচীরের স্তম্ভকে দুর্বল করে দিবে।

স্তম্ভগুলোর বুনিয়াদ

উপরোক্ত তিনটি স্তরের বুনিয়াদ একটি, তা হল: নিয়তের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এখলাস, আল্লাহর ভয় ও অন্তর থেকে নফসের খাহেশাত বের করে দেয়া। এই বুনিয়াদকে ঠিক করলে সিলার গুলোকে দাঁড় করানো সহজ হয়। সেগুলো মজবুত, পোক্ত হয়ে যায়। ফলে ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মুমিনের স্বভাব হলো আল্লাহ তাকে মুসলিমদের জামায়াতের মাঝে যেখানেই রাখুক না কেন, যে কাজেই ব্যবহার করুক না কেন, সে আল্লাহর পরীক্ষায় সুন্দর ভাবে উত্তীর্ণ হয় ও তার দায়িত্বকে যথাযথভাবে দেখাশোনা করে। এভাবে সে মূল স্থাপনার একটি অংশে পরিণত হয়। সহীহাইনের রেওয়াজে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: "নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকেই জিম্মাদার। প্রত্যেকেই তার জিম্মাদারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম তার প্রজাদের ব্যাপারে জিম্মাদার। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকজনের ব্যাপারে জিম্মাদার। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামীর ঘর এবং সন্তানদের ব্যাপারে জিম্মাদার। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে জিম্মাদার। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই জিম্মাদার। সকলেই নিজ নিজ জিম্মাদারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে"। সুতরাং প্রত্যেকেই এই মোবারক স্থাপনার এক একটি ইটের মত। আর তার জীবনের আমল দ্বারা সে এর কাঁচামাল তৈরি করে একে মজবুত করে। তারপর যখন নামাজের জন্য আযান হয়, অথবা জিহাদের ডাক পড়ে, তখন বুঝা যায় কে কেমন আমল করে এসেছে। প্রত্যেকের কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে যায় কে কোন ধরনের আমলকারী। সুতরাং এক কাতার মজবুতভাবে দৃঢ়তার সাথে যে কোন অবস্থায় এগিয়ে যায়। আর আরেক দল লোক নিজেদের কৃতকর্মকে ধ্বংস করে পদস্থলিত হয়। ফলে শয়তান তাদের তৈরি সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মুসলমানদের সালাতকে নষ্ট করে। অথবা সে এমন এক ছিদ্দের কারন হয় যা দিয়ে শত্রু ঢুকে পড়ে ইসলামকে ধ্বংস করে। সুতরাং হে মুসলিমেরা! আপনারা প্রত্যেকেই জিম্মাদার। প্রত্যেকেই নিজেদের জিম্মাদারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। সুতরাং আপনারা সেই ছিদ্দের স্থান হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। বরং নিজেরাও সংশোধিত হন এবং আশেপাশের লোকজনকে সংশোধন করতে থাকুন। কারণ এভাবেই সেই মজবুত সীসা ঢালা প্রাচীরের স্থাপনা তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন ও সাধ্যমত উত্তম কাজ করতে থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী এবং মুহসিনদের সাথে আছেন।

গুণসমূহ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর

আল্লাহ তায়ালা বলেন

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

[সূরা আহযাব]

অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী: কুনুত এর অর্থ হলো স্থিরতার সাথে আনুগত্য। আল্লাহতালা বলেন: যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে (কুনুত) এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না?

[ইবনে কাছির]

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, এর দ্বারা প্রমাণ হয় ইসলামই ঈমান নয়, বরং ঈমান ইসলাম থেকে বেশি খাস।

[ইবনে কাছির]

ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী: তাদের পুরুষ এবং নারীরা আল্লাহর জন্য সুখে-দুখে সব সময় দ্বীনের উপর মজবুত থেকে ধৈর্য ধারণ করে।

[ত্ববারী]

সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী: এটি কথার ক্ষেত্রে। সত্যবাদিতা হল একটি প্রশংসনীয় অভ্যাস। এজন্যই কিছু কিছু সাহাবাদের মধ্যে দেখা যায়, তারা জাহিলি যুগে এবং ইসলামে কখনোই মিথ্যা বলেননি।

[ইবনে কাছির]

দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী: দান হলো প্রয়োজনগ্রস্ত এবং অভাবী, যারা নিজেরাও উপার্জন করতে পারে না এবং যাদের উপার্জনকারী কেউ নেই তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং তার সৃষ্টির প্রতি এহসানের লক্ষ্যে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে কিছু দেয়া।

[ইবনে কাছির]

বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী: "খুশু" মানে হল ধীরতা, প্রশান্তি, গান্ধীর্য়, অবিচলতা ও বিনয়। আর এসব কিছু আসে আল্লাহর ভয় এবং তার ধ্যানের মাধ্যমে।

[ইবনে কাছির]

যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, অর্থাৎ গোনাহ এবং হারাম থেকে যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বানী: আর যারা যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা তাতে কোন সমস্যা নেই।

[ইবনে কাছির]

রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী: সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন: যে ব্যক্তি রমজান মাস এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখবে, সে আল্লাহর বাণী "রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী" এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

[ইবনে কাছির]

তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা: অর্থাৎ তাদের গুনাহের জন্য। ও মহাপুরস্কার: অর্থাৎ তাদের আমলের প্রতিদান স্বরূপ আখেরাতে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রেখেছেন। আর তা হল জান্নাত।

[ত্ববারী]

আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী: অর্থাৎ মুখে, অন্তরে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা জিকিরকারী পুরুষ এবং জিকিরকারী নারী।

[ত্ববারী]

